তারিখ ... 24 NOV 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ......

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ঢাকা ভার্সিটির অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা আবার পিছালো ঃ ছাত্রছাত্রী ক্ষুব্ধ

মুজতবা খন্দকার ঃ হরতাল অবরোধের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স এবং মাষ্টার্স পরীক্ষা আবারও পিছিয়ে গেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১০ হাজারেরও বেশী পরীক্ষার্থী দুর্ভোগে পড়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছেন, জাতীয় পার্টি আগামীকাল শনিবার হরতাল আহ্বান করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স, মাষ্টার্স পরীক্ষা ছাড়াও শনিবার অনুষ্ঠেয় সকল প্রকার পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

এই নিয়ে গত ২৩ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স এবং মাষ্টার্স পরীক্ষার সময়-সূচীতে নবমবারের মত পরিবর্তন করা হল।

এদিকে পরীক্ষার এই ঘনঘন শিডিউল পরিবর্তনের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ জমছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস সূত্র জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা হচ্ছে অনার্স এবং মাষ্টার্স পরীক্ষা। এই পরীক্ষা শেষ হতে কোন কোন বিভাগের (যেসব বিভাগে কোর্সের সংখ্যা বেশী) প্রায় ৭ থেকে ৮ মাস সময় লাগে। সূত্রটি

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জানান, গত অক্টোবর মাসে যেসব পরীক্ষা শুরু হয়েছে তা শেষ হবে আগামী '৯৬ সালের এপ্রিল নাগাদ। কোন কোন বিভাগের মে মাসে। দু'তিনবার করে পরীক্ষার শিডিউলে পরিবর্তন আনতে হয়, তবে এই পরীক্ষা কবে শেষ হবে এবং তার ফল কত দিনে প্রকাশ করা যাবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে।

গত নয় মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স, মাষ্টার্স ছাড়াও অন্যান্য কোর্স, টিউটোরিয়ালসহ সকল পরীক্ষার শিডিউল পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

এদিকে ঘনঘন পরীক্ষা পিছানোর ফলে কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেয়া সময়ে সেশনজট নিরসন করা সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য, কর্তৃপক্ষ আগামী বছরের জুলাই মাসের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিরসনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন এবং এই লক্ষ্য নিয়ে একাডেমিক কার্যক্রমও দ্রুত শেষ করার জন্য সকল বিভাগ, ডীন, চেয়ারম্যান ও শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

এ বছর থেকে অনার্সে নতুন সমন্বিত পদ্ধতি চালু হয়েছে। কর্তৃপক্ষ এই নতুন পদ্ধতিতে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের কোন সেশনজটের কবলে যাতে পড়তে না হয় সেইভাবে শিক্ষাবছরের শুরুতে নিয়মিত ক্লাস শুরু করেছিলেন। দু'মাস যেতে না যেতেই হরতালের এবং অবরোধের কারণে তাও বার বার ব্যাহত হচ্ছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের একজন শিক্ষক বলেন, শিক্ষাবছরের শুরুতে যে চমৎকার শিক্ষার পরিবেশ বজায় ছিল, তা অব্যাহত থাকলে এবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজটের কবল থেকে মুক্ত হতে পারত। কিন্তু গত আগষ্ট থেকে এ পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচী ও রাজনৈতিক সংকটের কারণে পুরো একাডেমিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের একজন ছাত্রী শাহানা ফেরদৌস সীমা বলেন, হরতাল অবরোধে আমাদের অনেক ইনকোর্স, টিউটোরিয়াল ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলি স্থগিত হয়ে গেছে, যা পরবর্তীতে আর নেয়া হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে হরতাল অবরোধের আওতামুক্ত করার জন্য হরতাল আহ্বানকারীদের প্রতি দাবী জানান। সাংবাদিকতা বিভাগের একজন ছাত্র সুমন কায়সার বলেন, আমার মাষ্টার্স পরীক্ষা কবে শেষ হবে তার জন্য আমি উদ্বিগ্ন। ঘনঘন পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন হলে লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।